যায়যায়দিন

তারিখ ২৫ JUL 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

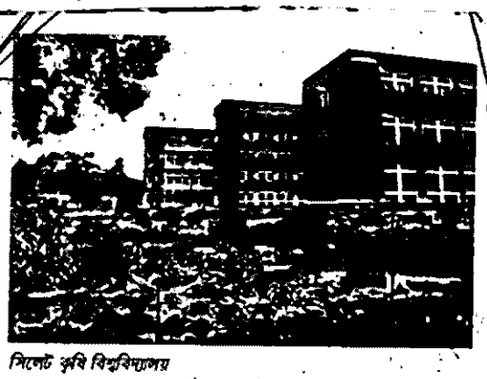

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

কৃষি অর্থনীতি ও ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের কথা

সুজন চৌধুরী শ্রীমঙ্গল

কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হওয়ার পরও নানা সমস্যায় জর্জরিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অর্থনীতি ও ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদ। এ নিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে হতাশা ও ক্ষোভ দেখা গেছে।

একাডেমিক বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী ২০১১-২০১২ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি হওয়া এ অনুষদের তৃতীয় ব্যাচের শিক্ষার্থীদের ক্লাস জানুয়ারিতে শুরু হওয়ার কথা হলেও তা শুরু হয়েছে এপ্রিলে। এর ফলে সেশনজটে পড়ার আশঙ্কা করছে। অনুষদের দ্বিতীয় ব্যাচের এক শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে তারাও কিছুটা পিছিয়ে পড়েছে। এ প্রসঙ্গে কয়েকজন শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলা হয়েছে। তারা বলেন বর্তমানে সেশনজট অনেক কমিয়ে আনা হয়েছে। এছাড়াও শিক্ষক স্বল্পতার কারণেও সেশনজট বা ক্রেডিট লস হওয়ার অন্যতম কারণ বলে দাবি করেছেন তারা।

লাইব্রেরিতে বই স্বল্পতার কথা বলেছে অনুষদের প্রায় প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী। লাইব্রেরিতে যে পরিমাণ বই রয়েছে তাতে অর্থনীতি বিভাগের বই একেবারে নেই বললে চলে, আবার যা আছে তা চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। এক শিক্ষার্থী বলছে ক্লাসরুম সঙ্কটের কথা। বর্তমানে কৃষি অর্থনীতি ও ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের নিজস্ব ভবন না থাকায় শিক্ষার্থীরা ক্লাস করছে কৃষি অনুষদের ৪র্থ ও ৫ম তলায়। কবে নাগাদ তাদের একাডেমিক বিল্ডিং হবে তাও প্রশাসন থেকে সঠিকভাবে বলা যাচ্ছে না।

কয়েকজন শিক্ষার্থী বলেছে বাস স্বল্পতার কথা। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইটি বাস রয়েছে, যা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ছাত্রছাত্রীর জন্য পর্যাপ্ত নয়। বেশিরভাগ শিক্ষার্থীদের বাদুরঝোলা হয়ে বাসায় ফিরতে হয়। এ নিয়ে তাদের মাঝে চরম হতাশা বিদ্যমান। হল নিয়ে অন্যান্য অনুষদের শিক্ষার্থীদের মতো এ অনুষদের শিক্ষার্থীদের মাঝে অসন্তোষ বিরাজ করছে। আব্দুস আজাদ সামাদ হলের কাজ শেষ না হওয়ায় নতুন ব্যাচের ছাত্ররা হলে সিট পায়নি। তবে কিছু কিছু ছাত্র হলে থাকে এলাকার পরিচিত ভাই অথবা ছাত্রনেতাদের সহযোগিতায়। বিনিময়ে যদিও মিছিল-মিটিংয়ে হাজির হতে হয়। আবার মেয়েদের হলগুলো একটু ব্যতিক্রম। সুহাসিনী দাস হলের টিভি রুম এখন গণরুম নামে আখ্যায়িত। এ গণরুমের বাসিন্দা প্রায় চল্লিশ (৪০) জন। হলগুলোর খাবারের অবস্থা আরো খারাপ।

কৃষি অর্থনীতি ও ব্যবসায় অনুষদের আরো কয়েকজন শিক্ষার্থী বলেছে, ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে নেই কোনো ভালো মানের ক্যান্টিন, গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গা। এছাড়া বিনোদন বা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড করার জন্য যে অডিটোরিয়াম রয়েছে তাতে আসন নিতান্তই কম। ফলে একসঙ্গে ৫শ' জনের বেশি বসে কোনো অনুষ্ঠান উপভোগ করা যায় না। এসব সমস্যা সমাধানে প্রশাসন নীরব ভূমিকা পালন করছে।